ভক্ত-বাণী

অর্থাৎ—

ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের

কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত

মহাত্মা

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন মহোদয়ের

পত্রাবলী।

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র রায়বর্ম্মণ্

ও

শ্রীসতীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সঙ্কলিত।

আশ্বিন ১৩৩০

মূল্য এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক

শ্রীরমেশ চন্দ্র দত্ত

গৌরীপুর-ময়মনসিংহ।

ইন্দুপ্রেস

গৌরীপুর – ময়মনসিংহ।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ভাদুড়ী বি-এ, বি-এস্-সি, বি

কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নিবেদন।

—(*)—

যিনি আজন্ম ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবায় মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন এবং 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি' প্রণয়ন করিয়া ঘরে ঘরে ঠাকুরের নামামৃত বিলাইতেছেন, সেই অশীতিবর্ষ বয়স্ক ভক্ত-প্রবর, বাঁকুড়াজেলার অন্তঃপাতী ময়নাপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন মহাশয় জনসাধারণের নিকট, বিশেষতঃ রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ভক্তমণ্ডলীর নিকট সুপরিচিত সন্দেহ নাই। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় ভাগ্যবান্ ও ভক্তি-মার্গের একজন মহীয়ান্ মহাপুরুষ। এতদ্ব্যতীত তাঁহার জীবনের কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ঘটনা বিবৃত করিতে আমরা অক্ষম।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্তের অভাব নাই। ভক্তবৃন্দ চিরদিনই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। এই বন্ধন, দেশ, কাল, পাত্র, আচার বা কোন প্রকার পার্থিব বৈষম্যের তাড়নায় কদাপি শিথিল হয় না। পূজ্যপাদ মহামতি ম্যাক্স্ মুলার (Max Muller) সাত সমুদ্র তের নদীর অপর পার হইতে, শ্রীশ্রীঠাকুরকে 'The Greatest Manifestation of Divinity' জানিয়া ভক্তি বিশ্বাসে ভরপূর হইয়া ছিলেন এবং ঋষি-প্রবর স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গলাভে পরম পরিতৃপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন— "It is not every day that one meets with a disciple of Ramkrishna Paramhansa."

শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সাধনার্জ্জিত পুণ্য-ফল। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন মহাশয় তাঁহার জন্ম-জন্মার্জ্জিত পুণ্য-ফলেই ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীপাদপদ্মে স্থান পাইয়াছিলেন এবং ভক্তিপথার্জ্জিত আধ্যাত্মিক শক্তিবলে কাশীদাস, কৃত্তিবাস ও বৃন্দাবন দাস প্রভৃতি পূজনীয় ব্যক্তিদিগের ভাবে, ভাষায় ও সুললিত ছন্দে সেই অলৌকিক চরিত্রের বর্ণনাদ্বারা জগতকে চমৎকৃত করিয়াছেন। তিনি

প্রকাশক
শ্রীরমেশ চন্দ্র দত্ত
গৌরীপুর-ময়মনসিংহ।

ইন্দু প্রেস
গৌরীপুর – ময়মনসিংহ।
শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ভাদুড়ী বি-এ, বি-এস্-সি, বি-টি
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নিবেদন।

—(*)—

যিনি আজন্ম ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবায় মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন এবং 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি' প্রণয়ন করিয়া ঘরে ঘরে ঠাকুরের নামামৃত বিলাইতেছেন, সেই অশীতিবর্ষ বয়স্ক ভক্ত-প্রবর, বাঁকুড়াজেলার অন্তঃপাতী ময়নাপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন মহাশয় জনসাধারণের নিকট, বিশেষতঃ রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ভক্তমণ্ডলীর নিকট সুপরিচিত সন্দেহ নাই। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় ভাগ্যবান্ ও ভক্তি-মার্গের একজন মহীয়ান্ মহাপুরুষ। এতদ্ব্যতীত তাঁহার জীবনের কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ঘটনা বিবৃত করিতে আমরা অক্ষম।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্তের অভাব নাই। ভক্তবৃন্দ চিরদিনই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। এই বন্ধন, দেশ, কাল, পাত্র, আচার বা কোন প্রকার পার্থিব বৈষম্যের তাড়নায় কদাপি শিথিল হয় না। পূজ্যপাদ মহামতি ম্যাক্স্ মুলার (Max Muller) সাত সমুদ্র তের নদীর অপর পার হইতে, শ্রীশ্রীঠাকুরকে 'The Greatest Manifestation of Divinity' জানিয়া ভক্তি বিশ্বাসে ভরপুর হইয়া ছিলেন এবং ঋষি-প্রবর স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গলাভে পরম পরিতৃপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন—"It is not every day that one meets with a disciple of Ramkrishna Paramhansa."

শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সাধনার্জ্জিত পুণ্য-ফল। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন মহাশয় তাঁহার জন্ম-জন্মার্জ্জিত পুণ্য-ফলেই ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীপাদপদ্মে স্থান পাইয়াছিলেন এবং ভক্তিপথার্জ্জিত আধ্যাত্মিক শক্তিবলে কাশীদাস, কৃত্তিবাস ও বৃন্দাবন দাস প্রভৃতি পূজনীয় ব্যক্তিদিগের ভাবে, ভাষায় ও সুললিত ছন্দে সেই অলৌকিক চরিত্রের বর্ণনাদ্বারা জগতকে চমৎকৃত করিয়াছেন। তিনি

ভক্তি-গদ্গদ-কণ্ঠে একদা ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন—"ঠাকুর আমি কাণা!" ঠাকুর তখন আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দেন, আর কোন কথাই বলেন নাই। ঠাকুর তখন কি অর্থে যে ঊর্দ্ধে দেখাইয়া দেন তাহা সামান্য মনুষ্যবুদ্ধির একেবারেই অগোচর। আজ সেই ভক্ত যে কিরূপ কাণা তাঁহার রচিত 'পুঁথি' এবং এই পত্রগুলিই তাহার উপযুক্ত সাক্ষ্য দিতেছে। মহাত্মা ভিন্ন মহান্ ভাবের উপলব্ধি আর কাহার পক্ষে সম্ভব? প্রগাঢ় ভক্তিরসে তাঁহার হৃদয় আপ্লুত ছিল; তাই পুস্তকে ও পত্রাদিতে তাঁহার গভীর তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ আমরা দেখিতে পাই। আমরা অজ্ঞানান্ধ মানব, তাঁহার এই সকল অমূল্য উপদেশ লাভ করিয়া যে তত্ত্বপথে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইতে পারিব তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই মহাত্মা কৃপাপরবশ হইয়া সময় সময় আমাদের নিকট যে সকল উপদেশপূর্ণ পত্র লিখিয়াছেন তাহারই কয়েকখানা আমরা 'ভক্ত-বাণী' নামে মুদ্রিত করিয়া সম্প্রতি জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করিতেছি। এই ভক্তিভাবপূর্ণ পত্রাবলী যদি সংসার-ক্লিষ্ট পাঠক পাঠিকাগণের শুষ্ক হৃদয় কিঞ্চিন্মাত্রও সরস করিতে পারে তবেই আমাদের এই চেষ্টা সার্থক মনে করিব।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণমিশনের সেক্রেটারী পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ দয়া করিয়া এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার শ্রীচরণে আমরা চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রহিলাম।

এই পুস্তক মুদ্রনকার্য্যে গৌরীপুর রাজেন্দ্র কিশোর হাই স্কুলের হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ভাদুড়ী বি-এ, বি-এস্-সি, বি-টি, ও এসিষ্টেণ্ট্ হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত কামাখ্যাপ্রসাদ সেন বি-এ মহোদয়গণ আমাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন এবং আমাদের গুরুভ্রাতা সুসঙ্গ-কুল্লাগড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রচন্দ্র রায় ও সরিষাবাড়ী দাতব্য চিকিৎসালয়ের কম্পাউণ্ডার

শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু চাকী মহাশয়দ্বয় এই কার্য্যে আমাদিগকে অর্থ সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। সেজন্য আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রকাশ থাকে যে, এই পুস্তকের লভ্যাংশের কতক শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার সেন মহাশয়ের জীবিত কাল পর্য্যন্ত তাঁহার সেবায় ব্যয়িত হইবে এবং অবশিষ্টাংশ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ভক্ত-জননী পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমার স্মৃতি-মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে প্রদত্ত হইবে। ইতি—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মাতৃমন্দির,
শ্যামগঞ্জ, ময়মনসিংহ।
১৩৩০ সন।

বিনীত নিবেদক
শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র রায়বর্ম্মণ্
ও
শ্রীসতীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ভূমিকা।

পত্রাদি লিখিতে বসিয়া মানুষ সাধারণতঃ ভাষার পারিপাট্যের দিকে তেমন দৃষ্টি দেয় না—প্রাণের আবেগে সহজজাত সরল ভাষায়ই তাহা লিখিয়া যায়। তাহাতে রচনা-চাতুর্য্য বা বাহিরের পাণ্ডিত্য অপেক্ষা অন্তরের ভাবরাশিই বেশী ফুটিয়া উঠে এবং তর্কযুক্তি-বিহীন প্রাণের কথায় লিখিত বলিয়া উহা অধিকতর মর্ম্মস্পর্শী হয়। তদুপরি আবার লেখক যদি ভগবদ্ভক্ত হয়েন তবে তাঁহার পত্রাদিতে শ্রীভগবানে ভক্তি-বিশ্বাসের কথাই বেশী থাকে। ভক্তের হৃদয়ে ভগবান বাস করেন—তাই ভক্তের কথা ভগবদ্ভাবে রঞ্জিত হয়। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি' প্রণেতা ভক্ত অক্ষয়কুমার সেন মহাশয়ের লিখিত বর্ত্তমান পত্রগুলিও সেজন্য ঐ ভাবেরই পরিচায়ক। ইহাতেও ভক্তের অন্তরের ভাব—শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক বিশ্বাস, ভক্তিভালবাসা ও নির্ভরের ভাবই সর্ব্বত্র পরিস্ফুট দেখিতে পাই। আরো দেখিতে পাই—সাধারণ সংসারী মানবের প্রতি ভক্তের প্রাণের অকপট সহানুভূতি ও তাহাদিগকে ভগবৎপথে চালিত করিবার ঐকান্তিক আগ্রহ ও প্রেরণা। পত্রগুলি পাঠ করিয়া বিষয়-বিমুগ্ধ মানব অন্ততঃ কতক পরিমাণেও চেতনা লাভ করিবে এবং সংসারের 'দুনিয়াদারী' হইতে মনকে তুলিয়া শ্রীভগবানে অর্পণ করিতে সহায়তা লাভ করিবে, ইহা নিঃসন্দেহ আশা করিতে পারি। অলমিতি—

১নং মুখাজ্জি লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীসারদানন্দ।

ভক্ত-বাণী।

(১)

ময়নাপুর।

১৯১৭

স্নেহভাজন,

* * * * *

কৃষ্ণে গোপালভাব অতি সুন্দর। অনেক ভাগ্যে হয়। রক্ষা করা বড় কঠিন। যিনি রাম, যিনি কৃষ্ণ, তিনিই আমাদের রামকৃষ্ণজী। কৃষ্ণচিন্তাও তাঁরই চিন্তা। একথা বুঝাবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলাম, তা শুনিলে কৈ! মায়ের কৃপায় পরে জানিতে পারিবে। * *

দিবারাত্রি সৎসঙ্গ চাই। ঐ সকল কথা বলিতে, শুনিতে ও ভাবিতে হয়। তোমরা যে তার ধার দিয়াও যাও না। * * * কৃষ্ণলীলার মত এমন লীলা আর নাই। কৃষ্ণকথা খুব কম লোকে বুঝে। রামকৃষ্ণলীলা বুঝা আরো কঠিন। কেবল আধ্যাত্মিকের খেলা। কথামৃত পড়িতে বলিতাম, কৈ শুনিলে কৈ? কথামৃত তোমরা যা বুঝ, তা বুঝাই নয়। উহার অর্থ খুব গভীর। খুব আলোচনা ও চিন্তা করা চাই। নাক ডাকাইয়া ঘুম যতদিন হবে, ততদিন নয়। তবে তোমাদের এক সময়ে হবেই

হবে। কেননা তোমাদের পক্ষে যে মা রয়েছেন। মা যাদের কৃপা করেছেন, তাদের আর ভয় কি? নিশ্চিন্ত থাক। তবে সময় হওয়া চাই। সময় হবার লক্ষণ আছে। তা পত্রে কি বলা যায়? যখন কাছে ছিলাম তখন জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারিতাম। মায়ের কৃপায় আপনিই বুঝিতে পারিবে। ইতি—

(২)

আমলাগোরা।
২।৭।১৭

স্নেহভাজন,

তোমার পত্রে জ্ঞাত হইলাম। তোমাদের সঙ্গ-সুখ যতদিন অদৃষ্টে ছিল হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীমায়ের ইচ্ছা! * * * ভগবান এক, নানাভাবে, নানাসময়ে, নানারূপে খেলা। যখন যে ভাবের গান ভাল লাগে, তখন সেই ভাবেরই গান গাহিও। জপ, পূজায় মায়ের রূপ লইবে। পরে মা জানাইয়া দিবেন যে তিনি নামরূপের আকর। * * *

মনে করিলেই পত্র লিখা হয় না। দেহ কেমন ত জান। তোমাদের কাছে যখন ছিলাম, তখন দেহের চিন্তা তোমরা করিতে, আমি মনের সুখে কৃষ্ণ-চিন্তা করিতাম। এখন সেটা নাই। মা একরকম রেখেছেন। দেহ গেলে বাঁচি। যাইতেছে কৈ? তোমাদের মত যত্ন আর কে

করিবে? তোমরা পূর্ব্বজন্মের কেহ মা, কেহ বাপ, কেহ ভাই, এই রকম ছিলে তাই করেছ। তোমাদের কথায় সেখানে গিয়াছিলাম, আবার তোমাদের কথাতেই এসেছি। মায়ের ইচ্ছা! * * * * *

ধৈর্য্যে ভগবান মিলে। * * * তোমাদেরে কত সময় কত কি বলেছি, কিছু মনে করিও না। আর কি তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে? মরণটা বড় হঠাৎ হইতেছে না, এইরূপ মনে হয়; কিন্তু হোলে বাঁচি। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, আমি ভাল লোক নই। অনেক দোষ। তারই এই ফল।

* * * * *

বৃন্দাবনের গোপগোপিনীদের মত মন না হোলে ভগবান লাভ হয় না। এদের মত অহেতুক নিষ্কাম প্রেমের ভাব সৃষ্টিতে আর নাই। এ ভাব মানুষে বুঝ্‌তে পারে না। জগতে যত প্রকার ভাব আছে এইটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আর মায়ের ও ঠাকুরের কৃপায় যৎকিঞ্চিৎ পেয়েছি। তোমাদেরও হবে। * * * *



(৩)

আমলাগোরা।
১৭।৭।১৭

স্নেহাস্পদ,

* * * * ভগবান লক্ষ্য তোমাদের এখনও পড়ে নাই। সৎসঙ্গ করিও। না ডুব দিলে তার খবর মিলে না। উপরে ভাসিলে কি হইবে? ঠাকুরের ব্যবস্থা— সৎকথা ও সাধুসঙ্গ। এভিন্ন অন্য উপায় নাই। মন ভগবান চায় না। যখন চাইবে তখন উপায়ও পাবে। ইহার বেশী বলিবার আর আমার শক্তি নাই। মন যদি খারাপই হইয়া থাকে, কলিকাতা অঞ্চলে আসিলে ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তদের সঙ্গ পাইবে। দক্ষিণেশ্বরে লক্ষ্মী-দিদি, রামলাল দাদা ও মহেন্দ্র পাল কবিরাজ মহাশয় আছেন, কিশোরী ভাই আছে। মঠে মহারাজরা আছেন ও সহরে মাস্টার মহাশয় আছেন; এদের সঙ্গ করিলে নিশ্চয় প্রাণে শান্তি পাইবে।

আমার দেহের অবস্থা কি বলিব? তাঁর ইচ্ছায় যেমন থাকে তাই ভাল। অবস্থা স্রোতের কুটির মত। দেখ আজ দশ মাস কাল ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছি। দেহ যতদিন রহিবে এই রকমেই যাবে।

ভগবানের প্রসঙ্গ ব্যতীত অন্য প্রসঙ্গ প্রসঙ্গই নয়।

যিনি সর্ব্বদা ঈশ্বর চিন্তা করেন তিনিই সাধু। এমন লোকের সঙ্গ কর। তোমাদের কুশল ৺স্থানে প্রার্থনা করি। কোনদিন ঠাকুর কোথা নিয়ে যান জানি না। এখানে আর ক'দিন থাকিব তা তিনিই জানেন। ইতি—

(৪)

ময়নাপুর।
১০।১২।১৭

দীর্ঘজীবেষু,

তোমার ৪।১২।১৭ তারিখের পত্র পাইলাম। * * * * তুমি আমার প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া অনেক কথাই লিখিয়া ফেলিয়াছ। তার উত্তর দেওয়া কঠিন। এত কি পত্রে লিখা যায়? সংসার আগুন-শালা, এখানে যিনি আসেন তাহাকে তাপ সহ্য করিতেই হইবে। এ বিধান ভগবান করেছেন। এখানকার সুখ যারা চায়, তারা ঈশ্বর বিমুখ বদ্ধ-জীব। যারা যত ভগবান চায়, তাদের তত বিপদ। তার কারণ, সংসার-সুখে মগ্ন থাকিলে ভগবানকে ভুলিয়া যায়, তাই ভক্তের বিপদ। যত ইহসুখে আঘাত পড়ে ভক্ত তত ভগবানের দিকে অগ্রসর হয়; তত তাঁকে জড়িয়ে ধরে, সর্ব্বদা ডাকে। ইহা স্থূল দৃষ্টিতে কষ্টকর হইলেও ভিতরে ভিতরে অনেক মঙ্গল আনে। * * * ভগবানে যদি মতি থাকে, তাহলে বিপদে মঙ্গলই আনিয়া দেয়।

ঠাকুরের গীতঃ—

"হরি নাম লইতে অলস করো না,
যা হবার তাই হবে।
দুঃখ পেয়েছ, না আরো পাবে,
ঐহিকের সুখ হলো না ব'লে কি
ঢেউ দেখে 'না' ডুবাবে ॥"

সংসারে ক্লেশ আছেই, তাহাতে তত কিছু আসে যায় না। ভগবানকে না ভুল হলেই হলো। তোমাদের কাছ থেকে এসে নানা কষ্টে পড়েছি। * * * সেবাশ্রমে দেড়মাস যাবৎ অশেষ শারীরিক ও মানসিক কষ্ট পেয়েছি। তাহাতে আমার মঙ্গলই হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ও মা যাদের কৃপা করেন তাদের আর অমঙ্গল হতেই পারে না। অনেক বিপদ আসিতে পারে কিন্তু অমঙ্গল হবে না। পত্রে কি লিখিয়া জানাইব ? বিপদ দিয়া, আবার মুক্ত করিয়া, তাঁদের মাহাত্ম্য ও ভক্তের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন। বিপদে যে ভয় করে, সে যেন ভগবানকে না ডাকে। যার উপর তাঁর যত কৃপা, তার তত বিপদ জানিও। তবে বিপদের সময় কষ্ট হয় বটে; ভগবানকে যেন বিপদে ভুল না হয়। তিনি মঙ্গলময়, অমঙ্গল তাঁর রাজ্যে নাই; ইহা পরে বুঝিতে পারিবে। তোমরা মায়ের কৃপা পাইয়াছ। ঐ টুকুর জন্য তপস্বীরা যুগযুগান্তর তপস্যা করে। তোমাদের বাকি কিছুই

নাই। যা হবার তাই হয়ে গেছে; তবে এখন পূর্ব্ব সংস্কারের জন্য বুঝিতে পারিতেছ না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে সংসার সুখের বাসনা করে রেখেছিলে। সেগুলি যত ভোগ হয়ে শেষ হবে, তত তত্ত্বপথে অগ্রসর হইবে। মায়ের কৃপার জোরে আপনিই হবে। তোমাকে চেষ্টা করিতে হইবে না। এখন সময় নয়। এখন সৎসঙ্গ জুটিলেও তোমাকে ভাল লাগিবে না। যদি ভাল কিছু লাগে, বেশী সময় তাতে মগ্ন হইয়া থাকিতে পারিবে না। মনে এখন অনেক ভোগ বাসনা আছে। ক্ষেত্রে কাঁটা গাছ থাকিলে শস্যের গাছ বৃদ্ধি পায় না। * * * মনে এখন সংসার-তরঙ্গই প্রবল সুতরাং ভক্তি-তরঙ্গ চাপা পড়িয়াছে। ইহার জন্য চিন্তা করিও না। মা সব ঠিক করে দিবেন। যেমন রেখেছেন তেমনই থাক। তিনি কেন এমন করেছেন, কেন তিনি এমন করবেন না? এ প্রশ্ন বা আপত্তি করবার অধিকার নাই। তিনি ইচ্ছাময়ী ও আমাদের ঈশ্বরী। তুমি উ—র কাছে আছ, সৎসঙ্গেই আছ। তার মত ভক্ত কটা আছে? যে ঠাকুর ও মায়ের সেবা ভক্তি সার করেছে, তার উপরে আর কে দাঁড়ায়? পূর্ব্ব জন্মের পূণ্যবলে উ—র সঙ্গ পাইয়াছ। আরে পাগল, মা যে সেই *অন্যরূপে* রামকৃষ্ণজী—সৃষ্টির রাণী। যা পেয়েছ, এমন জগতে কজন পেয়েছে? যখন মা বুঝাবেন তখন আনন্দের প্রভাবে দেহটা চুরমার হয়ে যাবে। তোমরা উভয়েই আমাকে আশিস্ করিও যেন মায়ের পাদপদ্মে

বিশ্বাস অটল হয় ও থাকে। * * * *

মাকে মনের মধ্যে রখিলে সব জায়গাই ভাল। ——র লোকগুলা বদখৎ। তা বলে কি মুনি-ঋষিরা হিংস্র-জন্তু-সঙ্কুল অরণ্যে বাস করিতেন না দাঁতের কাছে কোমল জিহ্বাটা রয়েছে কেমন করে? মা যাদের সহায় তাদের ভয় কি? * * * ভাল মন্দ সব জায়গায়ই আছে।

তোমাদের পত্র পড়লে মনে হয় তোমাদের কাছে যাই। কিন্তু অনেক দূর, শীত আর অনেক খরচ। দেহটা যাবেই, তোমাদের কাছে যদি যায়, সে ত ভাগ্যের কথা। তেমন যত্ন এখানে কে করবে? তবে অযত্নও নাই। ঠাকুরের ইচ্ছায় বেশই যাইতেছে। উ——র সঙ্গ তোমার পক্ষে মাহেন্দ্র যোগ। ইতি—

(৫)

ময়নাপুর।
২৫।১২।১৭

স্নেহভাজন,

তোমার ১৯।১২।১৭ পত্রে ঈশ্বর ঈশ্বরীর উপর আত্মীয়বৎ আবদার ভাবের প্রবলতা দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম। ইহা কেবল মাত্র শ্রীশ্রীমায়ের অপার কৃপার পরিচায়ক। আশীর্ব্বাদ করিও যেন আমি এই শেষ দশাতে উহার কিছু পাই। আমার উপর যে এতটা স্নেহ ভালবাসা তোমার অন্তরে ছিল তাহা সঙ্গে থাকা কালীন জানিতাম না। আমার দেহের জন্য

যে সেবা করিয়াছ ও অদ্যাপি করিতেছ, ইহার জন্য তুমি আমাকে ঋণী করিতেছ। এ জন্মে ত কথাই নাই যে ঋণ শোধ করি, আবার এই ভিন্ন আমার আর জন্মই হইবে না।

আমায় কষ্ট তিনি কেন দিতেছেন, তাহা কি করিয়া আমি মুখে বলি? আমি শরণাগত, তাঁকে প্রশ্ন করিবার আমার শক্তি নাই। তোমরা আশিস্ করিও ও মাকে আন্তরিক জানাইও তাহা হইলেই মঙ্গল হইবে। বিড়ালশাবকের মত ও রামের গাণ্ডীবে বিদ্ধ কোলাবেঙের মত আমাকে নীরবে সব সহ্য করিয়া যাইতে হইবে। তোমরা আমার দেহ-কষ্টটাই দেখিতে পাইতেছ এবং কিছু কিছু সাংসারিক অভাব অনটনের আভাস পাইতেছ। ইহা ব্যতীত আরো অনেক আছে। * * * তা আমার কষ্টের জন্য তোমরা চিন্তিত হইও না। তিনি মঙ্গলময়। কষ্টের ভিতরেই আমার মঙ্গল বর্ত্তমান। * * *

(৬)

ময়নাপুর।
১২।৪।১৮

শ্রীমান্,

তোমার কুশল সংবাদ পাইয়া সুখী হইলাম। * * যাইবার জন্য দুইবার চেষ্টা করিলাম, যাওয়া হইল কৈ? তাঁর ইচ্ছা না হইলে নিজের ইচ্ছায় কিছু হয় না। ইহাতে বোধ করি নিজের ইচ্ছায় যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম;

মনের অন্তরালে অহংকার ছিল, তাই শিক্ষার জন্য ঠাকুর বাধা বিঘ্ন ঘটাইলেন। ভিতরে—মনের গুহ্যতম দেশে—মনের ছলনামাখা অহংভাব থাকে। সব সময়ে তাহা ধরা যায় না। ইহার কারণ ভগবানে অবিশ্বাস ও নিজেকে কর্ত্তা জ্ঞান করা। মনের বিস্তর 'ভিরকুটি'। মনের দোষেই আমাদের এই দুরবস্থা। দিবানিশি ভক্ত-সঙ্গে এই সকল বিচার ও সদসৎ বিচার করিতে করিতে মনের এই সকল মলা দূর হয়। তখন আর ভক্ত-সঙ্গের তত অপেক্ষা রাখে না। নির্জ্জনে আপনা আপনিই এই সকল বিচার আসে ও মনের খেলা বুঝতে পারা যায়। মন শুদ্ধ হইলে স্বয়ং ভগবান মনের মধ্যে সর্ব্বদা বিরাজিত থাকিয়া, ঈশ্বরীয় যাবতীয় দুর্ব্বোধ্য তত্ত্ব দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দেন। এই অবস্থায় উপনীত হইতে হইলে ভক্ত-সঙ্গ প্রথম প্রথম বড়ই আবশ্যক। মন মলশূন্য হইলে সংসারে থাকিলেও কোনও হানি হয় না। বন্ধন সংসারে নাই। বন্ধন নিজের মনে। বন্ধন ছেদন ক্ষীণ বল হইলে হয় না; ইহা বেশ বুঝা যায়। বিবেক চারা-গাছ ভক্ত-সঙ্গের বেড়ার ভিতর কিছু দিন থাকিয়া বড় হইলে সংসাররূপ ছাগল গরুতে আর ইহাকে নষ্ট করিতে পারে না। সময় না হইলে এই সব সূক্ষ্ম-বিদ্যা-রাজ্যের মায়ের খেলা বুঝা যায় না। এক মাত্র মায়ের কৃপার উপর নির্ভর করে। মা সময় বুঝিয়া এই রাজ্যের দুয়ার খুলিয়া দিবেন। * * * *

ঠাকুর সংসারকে কেল্লার স্বরূপ বলিয়াছেন। আমাদের সংসারই নিরাপদ স্থান। কোন প্রাণী জলে, কেহ স্থলে থাকে। যার যেটি নিরাপদ স্থান তাকে ভগবান সেই খানে রেখেছেন।

তোমাদের কাছে থাকা যতদিন উভয় পক্ষেরই মঙ্গল ছিল মা ততদিন একত্রে রেখেছিলেন। এখন যেমন তিনি ভাল বুঝিতেছেন সেই রকম করিবেন। ইহাতে যদি মনে অসুখ বোধ হয়, তখন বুঝিতে হইবে পাজি মনের দোষে এই অসুখ হইতেছে। মন খালি বাহিরের অসার জিনিষ লইয়া থাকিতে চায়; কিন্তু মা যখন চরণে আশ্রয় দিয়াছেন তখন তিনি আর মনের দাসত্বে থাকিতে বা অবিদ্যারাজ্যে থাকিতে দিবেন কেন? তিনি যে রকমেই হউক (পাশ বন্ধন ছেদন করিয়াই হউক, আর অছেদন করিয়াই হউক) যখন ভবসিন্ধু পার করিয়া দিবেন বলিয়া কৃপা করিয়াছেন তখন তার জন্য আর ভাবনা কেন? এই খানে বুঝিয়া দেখ মন-শালা মাকে বিশ্বাস করিতে দিতেছে না। তুমি তোমার মনকে বল, 'তুই শালা দূর হ, মা নিজে ভব-বন্ধনের তারিণী, তিনি কৃপা করেছেন, আমাকে আর বন্ধনে রাখে কার সাধ্য?' আমরা মায়ের ছেলে, মায়ের বলে নিজেরাও পার হব আর সঙ্গের সাথী স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বাপ, মা, ভাই, ভগিনী এদিগকেও পিঠে করে পার করিব। তুমি মায়ের জোরে এমন জোর কর না কেন? * * * *

তবে মা মধ্যে মধ্যে ছেলের মনে দুর্ব্বলতা দিয়া খেলা করেন। আমিও মধ্যে মধ্যে সংসারের অভাব অনটনে ও * * * অযোগ্য ব্যবহার দেখিয়া হতাশ হই বটে, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিতে পারি ইহা মায়ের খেলা। মনটা নিজেই সন্দেহ, এইটা বুঝে রাখ্‌তে হয়। কিছুকাল সৎসঙ্গ করিলে এই সব বুঝা যায়। সময় না হলে হয় না। তোমাদের উপর মায়ের কৃপা আছে, এক সময়ে আপনিই হবে। * * * *

আমার দেহ পূর্ব্ববৎ; যেমন রাখেন তাই ভাল। ভাল মন্দের বিচার আর ভাল লাগিতেছে না। ভাল সব, এই ভাবই ভাল। ইতি—

(৭)

ময়নাপুর।
শুক্লা ত্রয়োদশী,
আষাঢ় ১৩২৫।

শ্রীমান্,

তোমার ১৫।৬।১৮ তারিখের পত্রে জ্ঞাত হইলাম। স্বপ্ন দেখিয়া তুমি আমার জন্য কেন এত ব্যাকুল হইলে? যিনি আমাকে সভা মধ্যে বসাইলেন, তাঁর জন্য ব্যাকুল হও। আমার মত কত যন্ত্র বাজিতেছে, কে তার গণনা রাখে? সব সেই রামকৃষ্ণজীর মহিমা! দীর্ঘজীবী হইয়া সৎপথে চল, কত রঙ্গ দেখিতে পাইবে। গীত তৈয়ার করা একটি সুন্দর

সাধনা। উচ্চাঙ্গের সাধনা। তুমি এই পথে যেমন যাইতেছ, ঐ রকম চলিবে। * * *

সভা সমিতিতে ঠাকুরের লীলা কথা বলিবার বড় বাসনা ছিল ও এখনও আছে। জানি না ঠাকুর কখন কি করাবেন। ঠাকুরের বিশ্ব-গুরু রূপ ও ভাব। ইহার বিষয় যিনি যত চিন্তা করিবেন, তাঁর তত উন্নতি হইবে। মনকে ঐ চিন্তায় সর্ব্বদা মগ্ন রাখিতে চেষ্টা করিবে। ঈশ্বরের যাবতীয় অবতারের খেলা এই লীলায় আছে। তোমাদের সঙ্গে দেখা হইবার আর সম্ভাবনা দেখিতেছি না। বহুদূর, অনেক ব্যয়, আর দেহ একবারে অচল। সংসারীদের সাধু-সঙ্গ বই আর উপায় নাই। ঠাকুর ঐ পন্থা বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। তোমরা ত অনেকগুলি একত্রে আছ, ঐ বিষয় লইয়া সময় কাটাইবে। আমি এখন একা থাকিলে বেশ থাকি। এখানে ভক্ত লোক নাই। ভালই হইয়াছে। ঠাকুর কত খেলাই দেখাইতেছেন! দু'চোখে কত দেখিব! গোটা রাত্রি একা ফাঁকা বাড়ীতে খুব আনন্দ! ভাব-রাজ্যে মা না প্রবেশ করাইলে মানুষ একা থাকিতে পারে না। মাকে প্রার্থনা করিও।

* * * * * *



(৮)

ময়নাপুর।
৯ই ভাদ্র ১৩২৫।

স্নেহাস্পদ,

* * * * আমার দেহ ক্রমেই ক্ষয় পাইতেছে। দেহ লইয়া পা-চলা মুস্কিল। রাত্রিতে অনেকটা ভাল থাকি। ঘুম শেষ রাত্রিতে। পূর্ব্ব সময়টা ঈশ্বর চিন্তাতেই প্রায় যায়। ভগবানের কথা পাড়িলে দেহের অসুখ দেখিতে পাই না। এখানে কেউ নাই যে প্রাণের কথা, ঠাকুর ও মায়ের মহিমা-কথা তাহাকে বলি। প্রাণের জিনিষ, তোমরা আশীর্ব্বাদ কর, যেন প্রাণের ভিতরেই থাকে! মা চৈতন্যময়ী ও চৈতন্যদায়িনী লীলায় চৈতন্য-ঘন-রূপিণী ব্রাহ্মণকন্যা। যত দিন না চৈতন্য দেন তত দিন কার সাধ্য চিনে! আজ ৩০।৩১ বৎসর মায়ের পাছু পাছু, কৈ কিছু মাত্র বুঝিতে পারিলাম না। কেঠ বনেই রেখেছেন, দূরবনে প্রবেশ করাইলেন কৈ? দূরবনে মায়ের অপার মানিক রতন! সে সব না দেখাইলে প্রাণ শীতল হয় না। * * * * সে কথা কাহাকেই বা বলি! কেই বা শুনে! গিরিশ ও দেবেন্দ্র বাবুর কাছে এক সময় শুনা ছিল, আজ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। আহা কি ভক্ত লোকই সব চলিয়া গিয়াছেন! ক্রমে ক্রমে সব অন্তর্হিত হইতেছেন। * * * মায়ের কৃপায় সব পাইবে; হাঁপাইও না।

* * * * * *

(৯)

ময়নাপুর।
৩০।১০।১৮

স্নেহভাজন,

* * * দেখ তোমরা অনুতাপ-দুঃখ ত্যাগ কর। বহু যাগ যজ্ঞ, অপার তপস্যার অতীত রতন-মাণিক-আকর শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন ও স্পর্শন করিয়াছ, যার জন্য যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র লালায়িত। তবে পূর্ব্ব সংস্কারের প্রভাবে এখন জানিতেছ না। যত দিন যাবে, ততই মায়ের কৃপায় ময়লা কেটে যাবে ও দৃষ্টিশক্তি পাবে। এখন কেবল দিন রাত্রি মাস্তুলে বসে থাক। কোন দিকে নড়িও না; 'কাম আপ্‌ছে হোগা, কুছ পরোওয়া নেই।' দেহবুদ্ধি তিনি রেখে দিয়েছেন, তাই এক এক বার সুখ দুঃখ ভোগ করাবেন। এটি তাঁর ইচ্ছা। হরদম্ রামকৃষ্ণ নাম গাও।—

বাজা মাদোল, রামকৃষ্ণ বোল,
নাম শুনে প্রাণ নেচে উঠে।
পাষাণে জল ঝরে ভাই,
মরা গাছে কুসুম ফুটে॥

মধ্যে মধ্যে ভক্তদের নিয়ে খুব কীর্ত্তন কর। মায়ের ইচ্ছায় একত্রে অনেকগুলি; ভাবনা কি? দেশ মেতে যাবে! ঠাকুরের নামের গুণে জগত মেতে যাবে! * * * নাম কর, গীত গাও; লীলা-সাগর মন্থন কর, সুধা পাবে।

জড়ের মত কেন থাক্‌বে ? মন যদি অবাধ্য হয় হউক, জিহ্বাকে সর্ব্বদা খাটাও। * * *

(১০)

ময়নাপুর।
১৫।১২।১৮

শ্রীমান্‌,

ভক্তবর * * * জন্য আমাদের চিন্তা বৃথা। শ্রীশ্রীমা তার সুগতি করিবেন। তুমি ও * * * তোমাদের কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছ শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম। তোমাদিগকে দেখিয়া ঐ দেশের লোকের চৈতন্য হবে, তাই ঠাকুর তোমাদের দুটিকেই ঐখানে লইয়া গিয়াছেন। স্বার্থশূন্যে কি ভক্ত কি অভক্ত, জীবন-বিপন্নের সাহায্য করিয়া ঠাকুরের নবীন উদার ভাবের প্রচার কর। নর-নারায়ণের, গরীব-নারায়ণের সেবা করাই ঠাকুরের ভাব। * * * ভগবানই শিক্ষাদাতা; না ঠকিলে মানুষ শিখে না। * * * * * *

আমি নিজে ঠাকুরের সেবা করিয়া বেশ আছি। শরীর ও মন ভালই আছে। ঘটনা দেখিয়া বুঝিতেছি যে, যেখানে বাঁকা আছে ঠাকুর সকলকেই সোজা করিবেন। আমি যথা সাধ্য তাঁর উপরে ভার দিয়া তাঁর সেবাটি লইয়া আছি। কোন কষ্ট নাই। * * * * তোমাদের কুশল লিখিতে ভুলিবে না। ইতি—

(১১)

ময়নাপুর ।

১৫।১২।১৮

* * *

তোমার পত্র পাইলাম। রা—— ইত্যাদিকে মা সুমতি দিবেন। আমি আর কি লিখিব? * * * * আমার জন্য ভাবিও না। আমি তোমাদের কাছেই আছি, আর আমি তোমাদেরই। মা এবার শীতটা এখানেই রাখিলেন। মায়ের খেলা মাই জানেন! আমরা এখন মা মা করি আইস। * * * সময় হইলেই মা দিবেন। খুব গান গাহিও। গীতে সাধনার কাজ হয়। * * * *

সর্ব্বদা জিহ্বাতে ঠাকুরের নাম লইবে। মনে মনে, ঠোঁট পর্য্যন্ত নড়িবে না।

(১২)

ময়নাপুর ।

৯।৩।১৯

শ্রীমান্,

* * * * *

যাঁর চক্রে জগৎটা ঘুরিতেছে তাঁর ইচ্ছা হইলে অসম্ভব সম্ভব হয়। তবে তিনি যেমন দয়াময়ী তেমনি আবার ইচ্ছাময়ী।

ভিতরে অনেক কথা; পত্রের কর্ম্ম নয়। প্রথমে খুব আল্‌গা, পরে দারুণ টান। নানা তরঙ্গ দেখাইবেন। * * * বিপদে ফেলিয়া মহিমা দেখান, শরণাগতের সঙ্গে এই খেলা! আমার কষ্ট কেন? আর সংসারটা বিপদময়; এটা তপ্তখোলা; এখানে কাহারও সুখ নাই। অবতারদিগকেও ঘটি ঘটি কাঁদ্‌তে হয়। মাকেও কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে! কাছে থাক্‌লে তোমার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতাম। পরে জানবে। ভারি মজার খেলা! না দেখালে দেখ্‌বার উপায় নাই। এখন দিনরাত ঐ চলিতেছে। গোটা রাত কখন্ কখন্ কত কি দেখি। হরদম্ চক্ষু মুদে পড়ে আছি আর ঐ সব দেখ্‌ছি। তোমার এখনও সংসারে কর্ম্ম অনেক বাকি; ছেলেরা যোগ্য হওয়া পর্য্যন্ত।

* * * * * *

আমার কঠোরতার বৃদ্ধি——ইচ্ছাময়ীর খেলা! তবু আনন্দ, জয় ঠাকুর রামকৃষ্ণজী !!

(১৩)

ময়নাপুর।

৪।৪।১৯

শ্রীমান্,

* * * তুমিও ————র ন্যায় পত্র-মর্ম্ম বিপরীত বুঝিয়া দোষারোপ করিয়াছ। * * *

সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি তাহা ঠাকুরের উপদেশ মতই লিখিয়াছি। তিনি বলেছেন সাধন সম্বন্ধে সংসারীর সংসারই কিল্লার মত নিরাপদ ঠাঁই। আমাদিগকে স্ত্রী পুত্র লইয়াই থাকিতে হইবে। তবে যেন আসক্তি না হয়। কথামৃত পড় না কেন?——র সহবাসে বুঝিয়াছি তোমরা উদ্দেশ্যবিহীন, এক রোখা। ভগবান যা বলেছেন তাও শুনিতে মানিতে চাও না। বিনা শ্রমে পাকা ফসল চাও।

* * * *

কাঁদ ভগবান পাবে। না পার তাঁর উপর ভর ক'রে বসে থাক। মা চৈতন্যদায়িনী, দিলে চৈতন্য হবে। তখন বুঝ্বে। আসল কথা চৈতন্য। এখন কেবল সেবা ভক্তি। রাতদিন চিন্তা, সেবাই সংসারীর সহজ পথ। ঠাকুর আমার হাতে পাখা ও গামছা দিয়েছিলেন। ঘুরে ফিরে শেষে সেই সেবা। এতে বেশ আনন্দ। কর্ম্ম কর বুঝ্বে ও আনন্দ পাবে। স্ত্রী পুত্র নিয়ে এক সঙ্গে সেবা কর। আমি আর বেশী বল্‌তে পারছি না।

* * * *

তুমি যেমন আমাকে মনে করেছ তা নই; তাহলে আমার এত কষ্ট কেন? এখন সর্ব্বশেষে বুঝিতেছি ভগবান ইচ্ছাময়।

* * * * আমরা শুক নারদ হইব না বা সাধু সন্ন্যাসীও নহি। কোন রকমে ভবনদী পার। রাতদিন সাধু-সঙ্গ, সৎপ্রসঙ্গ, সেবাচরণ ব্যতীত মনের মত জিনিষ পাইবে না। এখন তিনি এমন করেছেন, একতিল তাঁকে ছাড়বার

যো নাই। আমার ঐ চিন্তা ব্যতীত অপর কিছু ভাল লাগে না। ভাবরাজ্যে অতি সুন্দর সুন্দর খেলা, প্রাণ বিভোর হয়। খাট——পাবে। মাকে জানাও।

*　　*　　*　　*　　*

(১৪)

ময়নাপুর।

১৩।৪।১৯

শ্রীমান্,

শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় এখন বুঝিতেছি যে, তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি ভালবাসাই মনুষ্য জন্মের উদ্দেশ্য; এবং ঐ সাধন করিতে হইলে, যে বস্তু বা যে কর্ম্ম তার প্রতিকূল তাহা তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিতে বা তাহাদের নিকট হইতে তফাৎ থাকিতে হইবে!　　*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*　　*　　*

উদরান্নের জন্য যে কাজ কর তাহা হইতে অবসর পাইবা মাত্র মনে যেন শ্রীশ্রীমার মূর্ত্তি ও ঠাকুরের লীলাকথা উদয় হয় এমত অভ্যাস কর। সর্ব্বদা একাকী নীরবে ঐ চিন্তা করিবে। কিছু দিন যত্নপূর্ব্বক অভ্যাস করিতে হইবে এবং ক্রমে ক্রমে ঐ অভ্যাস স্বভাবস্থ হইলে আর ভয় কি? তখন অহোরাত্র পরিবার সঙ্গে থাকিলেও মন চঞ্চল হইবে না এবং পরিবারও তোমার সহবাসে ধন্যা হইবে। এখন মনে মাখন তোল। হয় ভক্ত-সঙ্গ, নয় মৌনীবৎ নীরবে এই

অভ্যাস করিবে। কিছু করা চাই। আমাদের মন চঞ্চল, সাধন করিতে বলিলেই বিপদ মনে করি। তাই ঠাকুর ভক্ত-সঙ্গ উপদেশ দিয়াছেন। ভক্ত-সঙ্গে সাধনার কাজটা আপনি, সহজে, অনায়াসে হইয়া যায়। ভক্ত-সঙ্গ মহা তপস্যা; ভক্ত-সঙ্গ পাওয়া দুর্লভ। ভক্ত হরি ছাড়া এক তিলও থাকিতে পারে না। যাহাকে দেখিলেই ভগবদানন্দ হয়, তিনিই ভক্ত। ভক্তি ব্যতীত ভক্ত হয় না এবং ঐ ভক্তি মায়ের ভাণ্ডারের একমাত্র ধন, গোপনে লুকান আছে। যদি কৃপাময়ী দেন তবেই মিলে। তিনি আবার ইচ্ছাময়ী। দেওয়া না দেওয়া তাঁর ইচ্ছা। * * * * *

* * সংসার প্রবাহে স্রোতের তৃণের ন্যায় ভাসিতে ভাসিতে পরম দয়াল ঠাকুরের কাছে গিয়া পড়িয়াছিলাম, তিনি নিজ গুণে ভিখারীকে যৎকিঞ্চিৎ দিয়াছেন। উ——র যে নিত্য সেবার ঠাকুর আছেন, তাঁর সেবার কাজ কিছু না কিছু করিও এবং এমন কি সেবার যোগ্য মিষ্ট দ্রব্য, ফল, ফুল সংগ্রহ করিয়া দিও। ভক্তি লাভের ও সাধনার এই সহজ উপায়।

আমি তোমাদিগকে সর্ব্বদাই আত্মীয়বৎ মনে করি। তোমাদের সমাদর ভুলিবার নহে। মা তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষিণী, আমি আর কি বলিব? অকূল ভবনদী তিনিই পার করিয়া দিবেন। মায়ে ও ঠাকুরে কোন ভেদ নাই। ঠাকুর এখন মায়ের হৃদয়মধ্যে। দুটি একটি হইয়া আছেন। তাঁর কৃপায়

পরে বুঝিবে। সময় হইলেই সেই কৃপা দিবেন। নিশ্চিন্ত থাকিও, উতলা হইও না। * * * *

(১৫)

ময়নাপুর।
২৫।৫।১৯

শ্রীমান্,

তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা হইতে অদ্যাবধি নানা কার্য্যে আমার প্রতি আত্মীয়বৎ আচরণ করিয়া আসিতেছ; কিন্তু আমার দ্বারা কোন প্রতিদান দর্শে নাই, কাজেই জন্মের জন্ম ঋণী হইয়া রহিলাম। * * * * * তোমার বিষয় কম চিন্তা করি, ইহা লিখিয়া তুমি বড়ই বালক-ভাবের পরিচয় দিয়াছ। চিন্তা করিয়া কাহারও পারত্রিক মঙ্গল সাধন করা আমার অসাধ্য এবং এরূপ হীনবুদ্ধি আমার কখন হয় না। যাঁর উপর আর নাই, এমন মঙ্গলময়ী ও মঙ্গলদায়িনী শ্রীশ্রীমা যাদের উপর কৃপাবতী, তাদের মঙ্গলের আর বাকি কি আছে ? তুমি মাকে চিনিতে ও জানিতে না পারিয়া আমার মত একটা সামান্য জীবের কাছে কল্যাণ আশা করিতেছ। অকাতরে নীরব হইয়া বসিয়া থাক, তুমি বিনা চেষ্টায় এক সময়ে সর্ব্বমঙ্গলার কৃপায় সকল মঙ্গলের বা পরম মঙ্গলের অধিকারী হইবে। ইহা অতি সত্য জানিবে। তোমার মনের ভিতর অনেক ভোগের ইচ্ছা কামনা আছে,

সেই সকল ভোগ করিয়া লও। ভোগ শেষ হইলেই ভগবৎ তত্ত্বের ভিতর ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতে পারিবে। মেঘ সরিয়া গেলেই আলোক দেখিতে পাইবে, কেন না তোমাদের পক্ষে মা রহিয়াছেন।

*   *   *   *   *   *

(১৬)

ময়নাপুর।

৮।৭।১৯

স্নেহভাজন,

তোমার ২৯।৫।১৯ তারিখের পত্র পাইয়াছি। ভবিতব্যের কথা ঠিক কে বলিবে? প্রত্যেক পরিবর্ত্তন আমাদের শিক্ষার স্থল।   *   *   *   *   *

ভক্তসঙ্গ ঠাকুর সংসারীকে বারম্বার উপদেশ দিয়াছেন।

*   *   *   *   *   *

শেষজীবনে বড়ই কষ্ট পাইলাম। কষ্টটা চন্দনের ন্যায় অঙ্গরাগ মনে করা উচিত ছিল, কিন্তু তা পারিলাম না। কষ্টের সঙ্গে ঈশ্বর চিন্তাই উন্নতির পথ। কষ্ট বিনা সংসারের আসক্তি ছাড়ে না। তুমি ছেলে মানুষ এ সম্বন্ধে কি লিখিব? দারুণ সংসার-কারা! ভগবানের কৃপা ব্যতীত আর পরিত্রাণের অন্য পথ নাই। এখন যা করেন ঠাকুর।   *   *   *   *

পথে দেখিয়া শুনিয়া চল; সর্ব্বদা মাকে স্মরণ রাখিবে।

(১৭)

ময়নাপুর।
২৯।৮।১৯

স্নেহভাজন,

দেহ খুব খারাপ তাই উত্তর দিতে দেরি। * * * সব ভাল ত? দুটি ছেলে না হওয়া পর্য্যন্ত স্ত্রীর ঋণ বাকি থাকে। * * * * ভগবান লাভ অনেক দূরের কথা। ঠাকুরের বিশেষ কৃপা ব্যতীত হয় না। দিনরাত সংসারের কাজের সঙ্গে সঙ্গে ডেকে চল, অবশ্যই কৃপা হবে। আর একটা কথা, সময় না হলে হবে না; সংসারের কোন দ্রব্যে আসক্তি থাক্‌লে হবে না। রাতদিন কষ্ট দিতেছেন নানা রকমে, কেবল এই সংসারটায় বিরক্তি আনবার জন্য; তবু নেশা ছাড়িতেছে না। জন্ম জন্মের সংস্কার সহজে যায় না; তাই ভক্তের এত কষ্ট। সুখের ভিতর ভগবান নাই। ভক্ত-সঙ্গে থাকিবে, ক্রমে ক্রমে মেঘ সরিয়া যাইবে।

* * * * * *

মা দরকার মত সব দিবেন। তুমি কোন বিষয়ে উতলা হইও না। কোন রকমে দিন কাটাও। সংসারটা বড় কষ্টের স্থান। জন্ম মরণ বন্ধ না হোলে আর মঙ্গল নাই, এইটী সার বুঝিও। কিসে ভক্তি হয় এই চেষ্টা কর। খাওয়াপরায়, ধনে তত খেয়াল রাখিও না। যদৃচ্ছালাভ-সন্তুষ্ট! ভক্তিগ্রন্থ পাঠ

করিবে। * * * * মা সহায় যখন, তখন চিন্তা কি? তবে সময় সাপেক্ষ্য। আমার উত্তর দিতে দেরি হইলে বুঝিও দেহ ভাল নয়। ঠাকুর সব সাধ মিটাইয়া দিতেছেন। নিজের কাছে খুব টানিয়া লইতেছেন। অপার কৃপা! বহু তপস্যার ফল আঁচল ভরিয়া দিতেছেন! এসব জিনিষ এ হাটের নয়! যদি দেখা কখন হয়, তাহলে জানবে। মা অবশ্য দিবেন, মনসাধ পূর্ণ করিবেন। পত্র লিখিতে ভুলিবে না। আমাকে তোমাদের নিজের বলিয়া জানিও। ইতি—

(১৮)

ময়নাপুর।
৯।৯।১৯

স্নেহভাজন,

* * * * *

আমরা সংসারী, স্ত্রী পুত্রের উপর ভালবাসা থাকিবেই থাকিবে। ক্ষুধা পিপাসার ন্যায় স্ত্রী-সহবাস-ইচ্ছা, ইহা শরীরের ধর্ম্ম। ধর্ম্ম-পত্নীতে কোন দোষ নাই, ঠাকুর বলিয়াছেন। তবে ইচ্ছাটা আসক্তিতে পরিণত না হয় ইহাই দ্রষ্টব্য।

মনে মনে বুঝিও ভগবান বই তোমার নিজের আর কেহ নাই। স্ত্রী পুত্রকে এ কথা জানিতে দিবে না। তাদিগকে এমন দেখাইতে হইবে যেন তুমি তাদিগকে খুব ভালবাস। এখন যুবা বয়স, ইন্দ্রিয়প্রবলতার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিবে

না; সুতরাং পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে। * *

* * মাকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, তবেই কাজ সিদ্ধ হইবে। সর্ব্বদা কুশল সংবাদ লিখিবে।

(১৯)

ময়নাপুর।

৬।১০।১৯

শ্রীমান্,

শ্রীশ্রীবিজয়ার আলিঙ্গন। * * *

জয়রামবাটির ফেরৎ জনৈক ভক্তের প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইলাম শ্রীশ্রীমা * * * লইয়া প্রায় মাসাবধি দারুণ কষ্টে পড়িয়াছেন; এমন কি রাত্রিতে ঘুমাইতে ও সময় মত আহার করিতে পারেন না।

* * * * *

আমি ভারি রাগী ইহাই তোমাদের ধারণা। কিন্তু মধ্যে মধ্যে তোমরা এমন রাগের পরিচয় দাও যে, সে তুলনায় তোমরা আমার গুরুমশায়। ভগবানকে লইয়া কামিনী-কাঞ্চন ভোগের একটা সুবিধা খুঁজিও না। মনের ময়লার সঙ্গে শঠতা কেমন দেখ! ভগবানের নাম করিয়া মন পরিষ্কার করা ব্যতীত মঙ্গলের আর উপায় নাই। নামে অরুচি হইলে, অভ্যাস যোগে মনকে বশ কর।

(২০)

ময়নাপুর।

১৩।১০।১৯

শ্রীমান্,

তোমার ৯।১০।১৯ তারিখের পত্র পাইলাম। রাগ করিলে পত্রের শেষভাগে, "মন বিরূপ বিকৃত থাকিলেও জিহ্বায় নাম অভ্যাস করিও," একথাটি লিখিতাম না। তোমার মত অবস্থা আমারও এক সময়ে গিয়াছে, সুতরাং কাহারও উপর রাগ করিবার উপায় নাই। * * * * শেষকথা ঠাকুরের কৃপায় রাগ প্রভৃতিকে আমি এখন কিছু কিছু চিনেছি। রাগাদি প্রবল থাকিলে ঈশ্বরের পথে কাঁটা পড়ে। তাই যে টুকু আসে বা হয় ভিতরে রাখি না। শ্রীশ্রীমাকে পত্রাদি লিখা, তাঁহাকে এক রকম বিরক্ত করা মনে করি। তাই পত্রাদি লিখি না। তিনি নিজে যতটুকু জানিতে দেন তাহাই ভাল। তুমি তাঁদের খবর পাইলে লিখিও। ঠাকুরের নামে মনের মলা যায়, আমিও তাই করি। দেহ ভাল নয়। কুশল সংবাদ লিখিও।

যে কাগজে ঠাকুরের নাম লেখা থাকে, তাহা বেদ পুরাণ তুল্য। এত পত্র কোথায় রাখিব? ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিবার উপায় নাই। তাই পত্রে নাম লিখিতে নিষেধ করি।



(২১)

ময়নাপুর।
১১।১১।১৯

স্নেহভাজন,

* * * *

আমার উপর তোমার অকৃত্রিম স্নেহ মমতা, ইহা তোমার গুণে; আমার কিছু নাই। ভগবানের নিকট তোমার সর্ব্বাঙ্গিন মঙ্গল প্রার্থনা করি। সর্ব্বদা মাকে স্মরণ থাকে, ইহাই তোমাদের শ্রেষ্ঠ মঙ্গল। * * * *

তুমি মাকে বুঝিতে পারিতেছ না বলিয়াই এত 'হাঁকুপাঁকু' করিতেছ। তোমার পরম মঙ্গল হইয়া গিয়াছে, তবে এখন তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। মা মা বলিয়া ডকিতে ডাকিতেই ক্রমশঃ জানিতে পারিবে। সর্ব্বদা পরিবারের খবর রাখিবে, খুব যত্ন ভালবাসা দেখাইবে, কিন্তু মনে মনে বুঝিও, সেও তোমার নয়, তুমিও তার নও। সংসারে শ্রীগুরুই একমাত্র নিজের, একথাটি অন্তরে পাকা জানিও।

নামে রুচি না হইলেও এবং না থাকিলেও অভ্যাসযোগে তাহা আনিতে হইবে। এই কথা বারম্বার বলিয়াছি। * * * সংসারের অবস্থা এমন, এই দেহেই ঠাকুরের সম্যক সেবার কাজ, তা ছাড়া সংসারের কাজ যতটুকু পারি করিতে হইতেছে। কষ্ট হয়, তুমি ভাবিতেছ, এদিকে ঠাকুরের কি ইচ্ছা দেখ,

ঘোড়া গাড়ী গাড়ওয়ান যেমন চালায় এখানেও তদ্রূপ।

*　　*　　*　　*　　*　　*

তুমি মাকে চিন্তা কর আর ধীর স্থির থাক। তারপর ঘটনায় যাহা ঘটে তাহাই তাঁর ইচ্ছায় হইল এবং মঙ্গলের জন্য হইল ইহা বুঝিবে। ইতি—

(২২)

ময়নাপুর।

১০।১২।১৯

স্নেহভাজন,

তোমার ২০।১১।১৯ তারিখের পত্রের উত্তর, দেহ ভাল নয়, তাই লিখিতে পারি নাই। এখন শান্তিতে আছ, সুখী হইলাম। সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার শান্তি কামনা করি। * * * * আমার দেহ দেখিয়া বুঝিতেছি তোমাদের সঙ্গে আর দেখা সম্ভব নয়। এমন দেহ ও এমন সংসার হইতে মুক্তি একমাত্র শ্রেয়ঃ।

*　　*　　*　　*　　*　　*

শীত পড়েছে, দুঃখে সুখে দিন কাটিতেছে। মধ্যে মধ্যে এক এক দিন রাত্রিতে যাই যাই হই, আবার দিন হইলে বাঁচিয়া উঠি। উঠিতে বসিতে দারুণ কষ্ট। ভয়ঙ্কর দেহ, ভয়ঙ্কর সংসার। প্রাণ ভরিয়া গুরুকে ডাক। এখন বুঝিতে পারিবে না, সব সময় সাপেক্ষ্য। মা সহায় আছেন, চিন্তা নাই। খুব ডাক, যাহাতে নামে রুচি হয় তাই কর। অভ্যাস-যোগ

করিলেই হইবে। যার তার সঙ্গ না করিয়া বরং একা থাকিও; গান বাঁধিও, গান গাহিও। ইতি—

(২৩)

ময়নাপুর।
৬।৫।২০

শ্রীমান্,

তোমার ২৪।৪।২০ তারিখের পত্রে তোমার কুশল সংবাদ পাইয়া সুখী হইলাম। শ্রীশ্রীমায়ের কলিকাতা হইতে কোন খবর কেহ লিখেন নাই। যখন যাহা পাইবে লিখিবে।

সর্ব্বদা তাঁকে স্মরণ করিবে। তাঁর কথা লইয়াই থাকিও; ইহাতেই মঙ্গল। সংসার অতি ভয়ঙ্কর স্থান। তুমি যে রাক্ষসী বলিয়া লিখিয়াছ, সেটা ঠিক, কিন্তু এখনও তার সে রূপ দেখ নাই; শুনা কথা লিখিয়াছ। শ্রীগুরু ব্যতীত ইহার করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার আর কাহারও শক্তি নাই। দিনরাত তাঁকে ডাকিয়া চলিতে হইবে। না পার অভ্যাস কর। অভ্যাসেই মন বাগ মানিবে। অবসর পাইলেই নির্জ্জনে মনে মনে ডাকিও। অনেক কষ্টের ধন, সহজে কি পাওয়া যায়? গুরুর কৃপা হইলে সহজেই মিলে। অধিক আর কি লিখিব? দেখ কত কষ্টের ভিতর দিয়া চালাইয়া পূর্ব্ব সংস্কার মুক্ত করিতেছেন।

(২৪)

ময়নাপুর।
১৭।৮।২০

স্নেহভাজন,

* * * *

শ্রীশ্রীমায়ের জন্য সংসারে উৎসাহহীন হইও না। তবে তাঁহাকে যাহাতে সর্ব্বদা মনে হয় তাহা মঙ্গলকর। নিত্য বস্তুর ক্ষয় নাই। বুঝাইবার শক্তি নাই। তিনিই সময়ে বুঝাইবেন। আমরা একবারেই সব বুঝিতে চাই, তা হয় কৈ ? ভগবান অতি বিচিত্র! তাঁর ইচ্ছা, তাঁকে কেউ যেন সহজে বুঝিতে, চিনিতে ও জানিতে না পারে। তোমরা যেমন এখন, আমরাও এক সময়ে ঐরূপ ছিলাম। ঐ চিন্তায় ক্রমাগত লাগিয়া থাকিলে অবশ্যই শান্তি পাইবে। মায়ের কৃপা অমোঘ। তাঁর দরশনের ফলে পুনরায় দরশন পাইবে এবং খেলাও বুঝিবে। মনে তাঁর চিন্তা ও হাতে পায়ে সংসারের কাজ কর।

সংসারে অর্থের বড় দরকার। * * *

* * * দুঃখী রোগীর ঔষধ এবং পথ্য দিয়াও উপকার করিও। অন্তরে দয়া রাখিও। পয়সা আপনি আসিবে।

* * * * * *

এমন অবস্থায় পড়িব, স্বপ্নেও ভাবি নাই। ঠাকুরের কৃপাসম্বল না থাকিলে এ দারুণ যাতনায় দেহ কোন রকমে

থাকিত না।

*　　*　　*　　*　　*　　*

মা বাপ কেমন আছেন? তাঁদিগকে সুখী রাখিও। সাক্ষাৎ ভগবান!

(২৫)

ময়নাপুর।
৯।৯।২০

শ্রীমান্,

আমার কষ্ট যাতনা মায়ের ইচ্ছায়। স্থূলদৃষ্টে কষ্ট যাতনা হইলেও সূক্ষ্মদৃষ্টে অন্যরূপ। ইহার অপর পারে চির শান্তির আলয় আছে। এ কষ্টে লাভ বই ক্ষতি নাই। সংসারে আপদ বিপদই ভাল। পরে যদি মা বুঝান বুঝিতে পারিবে।

পরিবার আনিয়া তুমি ভালই করিয়াছ। * * * * * ঈশ্বরের কথায় রাত্রি কাটাইবার চেষ্টা করিবে। পরিবারকে তোমার মত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিও। অশান্তি যতই হউক জানিতে দিবে না! নিজের অন্তরে লিখিয়া রাখিবে। * * * *

ঈশ্বর ইচ্ছায় যা ঘটে, ভালই হউক বা মন্দই হউক নীরবে ভোগ কর। মা ঠিক করিয়া দিবেন। তোমার তরি ডুবিবার নহে। সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ী মা কর্ণধার। তোমার ভয় কি? যে দিন মায়ের শরণাগত হইয়াছ, সে দিন হইতে আপদ বালাই

সব গিয়াছে। এখন আমরা যাহা ভুগিতেছি তাহা প্রাক্তন। তুমি রাতারাতি একবারে বড় লোক হইয়া যাইতে চাহিতেছ, তাও কি কখন কেও হয়, না হয়েছে? তুমি নেহাৎ ছেলে মানুষ। পুরাণাদি—শ্রীমদ্ভাগবত—পড়িতেছ না কেন? কত ধানে কত চাউল বুঝিতে পারিবে। তোমার এখন সৎসঙ্গ বড় আবশ্যক। ব্যাকুল হইও না। মাকে ডাকিয়া হাঁকিয়া চল। সময়ে সব আপনি হইয়া যাইবে। * * *

(২৬)

ময়নাপুর।
৭।১১।২০

স্নেহাস্পদ,

৺পূজার দিবসত্রয় শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের পূজা উপাসনায় আনন্দ পাইয়াছ শুনিয়া সুখী হইলাম। ভগবানকে মূলে রাখিয়া যে কার্য্যে আনন্দ পাইবে তাহাই করিও। পুনরায় ৺শ্যামা পূজার দিনে ও ৺জগদ্ধাত্রী পূজার দিনেও, যদি সুবিধা হয়, ঐরূপ করিও। আমাদের এই পথ।

কন্যাটিকে সাত্ত্বিক কর্ম্ম শিক্ষা দিবার ইচ্ছা প্রশংসনীয় কিন্তু যেখানে রাখিবার ইচ্ছা করিতেছ, তাহাতে মাসিক ১২৲ টাকা ব্যয় করিতে কি সক্ষম হইবে? তাহা ব্যতীত আমরা পল্লিবাসী সংসারী, আমাদের পক্ষে কুমারী রাখা সামাজিক প্রথা বিরুদ্ধ। অনেক গোলযোগ।

আমার দেহ সম্বন্ধে তুমি অধিক চিন্তিত হইও না। দেহান্তে যখন মুক্তি পাইব, তখন এই জরাজীর্ণ দেহটা যত শীঘ্র যায় ততই আমার মঙ্গল। এটা বড়ই যন্ত্রণাপ্রদ হইয়াছে। এখন আর দেহ নাই, রোগমন্দির হইয়াছে। * * * * সামান্য সেবা করে এমন কেহ নাই। মায়ের ইচ্ছা!

(২৭)

ময়নাপুর।
১৭।১২।২০

শ্রীমান্,

তুমি কেমন আছ? কুশল লিখিতে ভুলিবে না। আমার দেহ খারাপ বলিয়া ইচ্ছা সত্ত্বেও পত্র লিখিতে পারি না। * * * * মায়ের কৃপায় আপনিই হইবে। তোমাকে ব্যাকুল হইতে হইবে না। যতটা পার নির্জ্জনে থাকিবে। গীত তৈয়ার করিবে। সর্ব্বদা মাকে যাহাতে মনে পড়ে তাহাই করিবে। যে স্থানে গেলে মা ভুল হয়, তেমন স্থানে যাইবে না। যে লোক মায়ের চরণে ভক্তি রাখে না, তাদের সঙ্গ একবারে বর্জ্জনীয়। * * * *

তোমাদিগকে কি আর দেখিতে পাইব? সে সৌভাগ্য একবার হইয়া গিয়াছে। সব মায়ের ইচ্ছা। তোমরা পূর্ব্বজন্মের আত্মীয়। ভগবান তোমাদের মঙ্গল চিন্তা করিতেছেন। তোমরা ভুবন-বিজয়ী!

(২৮)

ময়নাপুর ।
৩১।১।২১

প্রাণাধিক,

ঠাকুর তোমার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল ও তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন্। তাঁর অশেষ কৃপার অধিকারী হইয়া চৈতন্যবান্ হও, ইহাই বৃদ্ধের ইচ্ছা। ভয়ঙ্কর ভবনদী, তাঁকে সর্ব্বদা ডাকিও। আমার কথা পরে বুঝিবে। ইদানীং বুকে সর্দ্দি বসিয়া ও তার উপর বাদল বৃষ্টিপাতের দরুণ শীত হওয়ায় মৃত প্রায় হইয়াছিলাম। তার উপর দেখিবার শুনিবার কেহ না থাকায় যে কি কষ্ট গিয়াছে, তা মাই জানেন। আজ দুই দিন অনেকটা সামলাইয়াছি। * * * * বড়ই কষ্ট! মা ছিলেন খবর লইতেন, এখন তোমাদিগকে ভার দিয়া লুকাইয়াছেন। রেঙ্গুন হইতেও দুটি ভক্ত খবর লইতেছেন। ঘর এখন পর এবং তোমরাই এখন আত্মীয় বন্ধু। যদিও এত কষ্ট, তথাপি ইহার ভিতর দিয়া মায়ের অশেষ করুণার ধারা ক্ষরিতেছে! আমি অধিক আর কি লিখিব? ভয় পাইও না। ভয় চলিবে না, এই কষ্টকেই পরম সম্পদ জ্ঞানে মাথায় ধরিতে হইবে। গোটা কয়েক দিন পরেই দেহান্তে চিরশান্তি ভোগ করিব। এই কষ্টের হাতে কাহারও পরিত্রাণ নাই। তোমাদের মা আছেন, তোমাদের আর ভয় কি? স্বয়ং ব্রহ্মময়ী তোমাদের কাণ্ডারী। তোমাদের মত ভাগ্যবান জগতে খুব দুর্লভ। পরে জানিবে। ইতি—

(২৯)

ময়নাপুর।

২৬।২।২১

স্নেহভাজন,

শ্রীমান্, তুমি আমার দেহ কষ্টের জন্য এত চিন্তিত হইতেছ কেন? এ কষ্ট আমার হবে, একথা শ্রীশ্রীমা বহু পূর্ব্ব হইতে আমাকে বলিয়াছিলেন। তিনি যখন আমার জীবনের উপর লক্ষ্য রাখিয়া আসিতেছেন, তখন আমাকে তিনি যে অবস্থায় রাখুন্ না কেন তাহাতে আমার আর ভয় কি? এই কষ্টের ভিতর নিশ্চয়ই পরমানন্দ ও চিরশান্তির সম্ভোগ নিহিত আছে। এই দুনিয়ার যিনি মালীক, যিনি সৃষ্টির ভিতর সেই প্রজাপতি ব্রহ্মা হইতে অতলস্পর্শ সাগরের জলে অম্বুকণা দেহের লালন পালন করিতেছেন, তিনি আমাদিগের উপর নিজে স্নেহময়ী জননীরূপে চক্ষু রাখিয়াছেন, তখন আমাদের মত ভাগ্যবান কটা লোক আছে? যুগ যুগ তপস্যা করিলেও হৃদয়ে একবার যাঁর দর্শন মিলে না, তিনি প্রত্যক্ষ মানবীরূপে আসিয়া, দর্শন দিয়া আশ্বাস দিয়া গিয়াছেন, আর ভয় কি? খুব আনন্দ কর। সংসার দুঃখের স্থান, এখানে ত দুঃখ হবেই। তাঁকেও ত কত দুঃখ পেতে হয়েছে! তুমি শ্রীশ্রীমার পাদপদ্মে খুব বিশ্বাসবান হও; আর সকল কর্ম্মেই ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া মাকে স্মরণ করিয়া চল।

*   *   *   *   *   *

আমি তোমাকে ভালবাসিতে পারি না, তুমি আমাকে নিজগুণে তোমার দিকে টানিয়া লইয়াছ ও লইতেছ। তোমার দেহকুশল লিখিবে। শীত গেল, এখন দেহ কিছু ভাল থাকিবার কথা।

নির্জ্জনে একা থাকিও তবু অভক্ত সঙ্গে থাকিও না। সংসারী লোকের সহবাসে ভক্তি বিশ্বাসের হানি হয়। ইতি—

(৩০)

ময়নাপুর।
১৩।৩।২১

স্নেহাস্পদ,

তোমরা শ্রীশ্রীমায়ের ভক্ত। তিনি তোমাদের মঙ্গলা, এ স্থলে অন্য কাহারও তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবার শক্তি নাই; যদি করে তাহাতে তাহার অপরাধ জন্মে। ইহা জানা সত্ত্বেও আমি তোমাদের দীর্ঘায়ু ও মনোরথ পূর্ণ হউক, এই প্রার্থনা মায়ের নিকট করিতেছি। *   *   *   *
শ্রীশ্রীমাকে নিশ্বাসে নিশ্বাসে স্মরণ করিবার অভ্যাস করিও। নির্জ্জনে মাকে গগন ভেদ করিয়া ডাকিও; ইন্দ্রিয়দিগকে দূরে রাখিয়া একমাত্র মনকে সঙ্গে লইয়া ডাকিও। এ এক রকমের অভ্যাস আছে, করিলেই জানিতে পারিবে। ঈশ্বরবিমুখ লোকদের সঙ্গে বড় মিশিও না। তবে সামাজিক ও ব্যবসায়

সম্বন্ধে যতটুকু দরকার করিতে হইবে। পরের বিপদে যতটুকু সাধ্য সহায় হইও। * * * * * *
দেহ একবারে দারুণ শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মা কত খেলা দেখাইবেন, তা তিনিই জানেন! যে যতই শত্রু হউক, মা যখন সহায় আছেন, তখন ভয় কি? গোটা সৃষ্টি বিরূপ হলেই ভয় কি? মা আমাদের, এই সাহস বুকে রাখিয়া চলিবে। ইহাই রক্ষা-কবচ। যমেও কিছু করিতে পারিবে না। দেহের ধর্ম্মে সুখ দুঃখ চিরকালই আছে, ইহা ধরিতে নাই।

(৩১)

ময়নাপুর।
২৯ শ্রাবণ ১৩২৮

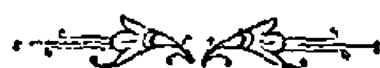
নিবেদন বিশেষ,

আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। শ্রীশ্রীমাকে দর্শন ও স্পর্শনের গুণে ও মহিমায় সময়ে ভব-ব্যাধি নষ্ট হইবেই হইবে। এখন যে সঙ্গে তাঁর ও ঠাকুরের লীলা কথা বলিতে ও শুনিতে পান সেই সব লোকের সঙ্গ করিবেন এবং প্রতি নিশ্বাসে যাহাতে তাঁদের স্মরণ মনন হয়, সাধনার ন্যায় সেই অভ্যাস করিতে যত্নবান হইবেন। * *
করিয়াছেন, তার কর্ম্মফল ভোগ অনিবার্য্য। * * *
সংসার মায়ের একটি কর্ম্মক্ষেত্র, বসিয়া খাইবার উপায় নাই। সংসার অগ্নিশালা, তাপ লাগিবেই। Injectionএর বিধি

নাই। কর্ম্মে পাক লেগেছে, কর্ম্মেই পাক খুল্‌বে। এখন মুক্তির কর্ম্ম করুন। স্ত্রী পুত্রাদি কুটুম্ব স্বার্থপরের দল। চৈতন্য-দায়িনীকে ডাকুন, চৈতন্য পাবেন। সংসারে থেকে সংসারকে মনে মনে জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ করিতে হবে। দুটি ছেলে হলেই ভাই ভগিনীর ন্যায় ঘর করিতে হবে। মানুষের উপদেশে কোন উপকার হয় না। মায়ের উপদেশই উপদেশ। সে উপদেশ প্রাণে প্রাণে। ভবপারের কর্ত্রী মা। মা বই আর কোনও উপায় নাই। ত্রিগুণময়ী পাশে বদ্ধ করিয়াছেন, তিনিই একমাত্র মুক্তিদায়িনী। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনা——"গুরুর হাতে কাঠি, তিনি খুলে দিলে তবে চৈতন্য-ভাণ্ডারের দ্বার খুলে, নচেৎ নহে।" এই দুস্তর তপস্যার ফল, ঠাকুর একবার মাত্র ছুঁলেই ভক্ত পাইত। এখন সে রামও নাই, আর সে অযোধ্যাও নাই। তবু তাঁর ছেলেদের কাছে এখনও পাওয়া সম্ভব।

মন্ত্র, তন্ত্র, সাধন ভজন, ওসব এক রকম মিছে। মায়ের কৃপাই সার!

আমার দেহ ভাল নয়। বেশী লিখিবার শক্তি নাই। অনেক কথা, একি পত্রের কর্ম্ম, না দুচার বৎসরের কর্ম্ম? আজ এই পর্য্যন্ত।



(৩২)

ময়নাপুর।
৩০।৮।২১

শ্রীমান্,

* * * তোমার উন্নতি ঠাকুরের কৃপায়, আমার গুণে নহে। উপদেশ দাতা ঠাকুর, এ দাস নহে। স্ত্রী পুত্র লইয়া তাঁর নাম সেবা করিবে। স্ত্রীর সন্তুষ্টির জন্য বস্ত্রালঙ্কার দিবে, কিন্তু সাবধান তার মোহ-জালে যেন মন না পড়ে। 'আমি' 'আমার' ভাব ত্যাগ করিয়া 'তুমি' 'তোমার' ভাব গ্রহণ করিবে। নিজের দেহটা পর্য্যন্ত তোমার নহে—সব ঠাকুরের। ঠাকুরের নাম-গুণ কীর্ত্তনে সব পাইবে। যেমন করাইতেছেন করিয়া যাও। * * * *
তোমার সকল রকমের উন্নতির কারণ মায়ের কৃপা। তিনি তোমাকে দেখিতেছেন ও দেখিবেন।

(৩৩)

ময়নাপুর।
১৩।৯।২১

শ্রীমান্,

* * * * গত কর্ম্মের অনুতাপ বৃথা। উপদেশ দিবার মালিক ঠাকুর, এ দাস নহে। যা পাইয়াছ ও পাইতেছ, সব তাঁর। তাঁর উপর ভক্তিতে যা করিতে মনস্থ

করিয়াছ, তাহাতে হস্তক্ষেপ করা আমার অসাধ্য। ভক্তের নিকট যা পাও তা তাঁর ধন। শ্রীশ্রীমায়ের প্রত্যক্ষ দর্শন অতি দুর্লভ, কঠোর তপস্যা ও ত্যাগরাগ সাধ্য। পরজন্মে কি হইবে তা মা জানেন। আমি দেহ রাখিলে, অন্য সঙ্গ মা জুটাইয়া দিবেন। মা তোমার সব যোগাড় করিয়া দিবেন। তুমি বর্ত্তমানের ন্যায় মাকে ধরিয়া থাক। মা যাহাকে কৃপা করেছেন, তার আর কোনও ভাবনা নাই। মায়ে ও ঠাকুরে অভেদাত্মা, দেহ মাত্র দু'টি। ঠাকুরের ও মায়ের দর্শনের ও কৃপার সমান ফল। ঠাকুরের চেয়ে মা দয়াবতী। তুমি ঠাকুরের ও মায়ের যে নিত্যসেবা ধরিয়াছ, ইহা অতি সুন্দর পথ। এই মতি মা দিয়াছেন, খুব উন্নতি হবে। তোমার যা দরকার, তা সব মা জুটাইয়া দিবেন ও যা করিতে হইবে, তাও মা মনে প্রাণে জানাইয়া দিবেন। কাহারও সাহায্যের দরকার হইবে না। * * * *

মাকে যাঁরা দেখেছেন ও তাঁর কাছে দীক্ষিত, তাঁরা তপস্যার পারে গিয়াছেন। পূর্ব্ব সংস্কারের আঁধারঘোরে দেখিতে পাইতেছেন না।

* * * * সেবানন্দ যখন পাইয়াছ তখন আর ভাবনা কি? আমি সেবা-ভক্তি ঠাকুরের নিকট পাইয়াছিলাম। তিনিও সেবা গ্রহণ করিয়া, দিয়াছিলেন। ঠাকুরকে খাওয়াইতে পরাইতে ও ফুল চন্দন দিয়া সাজাইতে আমারও অশেষ আনন্দ।

*   *   *   *   আমার সঙ্গে এই তোমার শেষ দেখা। আমার আর জন্ম হইবে না, একথা মায়ের শ্রীমুখে শুনেছি। তিনি আরো বলেছেন জীবনের শেষভাগে কষ্ট হবে, তাই আমার এ কষ্ট! ঠাকুরের খুব অন্তরঙ্গদের নিকট শুনেছি, যে লীলা লেখে তার ভারি কষ্টে জীবন যায়।

(৩৪)

ময়নাপুর।

১৬।৯।২১

নিবেদন বিশেষ,

আপনারা ব্রাহ্মণ জাতি। সেই প্রাচীন যুগের ভুবন-পূজ্য গৌতম শাণ্ডিল্যাদি ঋষি-কুলের বংশধর। অপর তিন বর্ণের গুরু। এই কুলে শ্রীশ্রীভগবান জন্ম নিয়েছেন। সুতরাং চিরপ্রথা লঙ্ঘন করিবার (যে কোন কারণেই হউক) আমার শক্তি নাই। দ্বিতীয়তঃ আমি সাধারণ মলিনাত্মা সংসারী। জ্ঞান কি শুদ্ধাভক্তি, শাস্ত্রজ্ঞান, সাধন ভজন, তীর্থাটনাদি হীন। তবে সংসার প্রবাহে ভাসিয়া যাইতে যাইতে প্রভুদেবের কৃপা-সম্পদ পাইয়াছি। তাহাতে কেবল নিজের মধ্যে কালিমা-কলঙ্কের রাশিই দেখিতেছি। শিংও বেরোয় নাই আর চারিটা হাতও হয় নাই। অন্তরে অহঙ্কারাভিমান সত্ত্বেও দীনবৎ যাহা বলিতেছি ইহা সত্য ধারণা বলিয়াই লিখিলাম। আমি উপদেষ্টা ভাবে কখনও কাহাকে কিছু বলি বা লিখি নাই। কথোপকথনে

যেমন বুঝিয়াছি তাই বলিয়াছি। তাহাতে যদি কেহ উপদেশ পাইয়া থাকেন সে তাঁর নিজের গুণে। আমার দেহ বড় খারাপ, তায় বন্ধু-বান্ধব-হীন পুরীতে বাস। * * * * দূরদেশে প্রবাসী ঠাকুরের ভক্তেরা তাঁর প্রেরণায় খোঁজ খবর ও যখন যা দরকার যোগাইতেছেন। দেহটা এখন নিজের ও তাঁর ভক্তদের যন্ত্রণা মাত্র। গেলেই বাঁচি! * * * এখন পথের রাহী, তার সঙ্গেই আপনার উন্নতি হবে। নাম ও সৎসঙ্গ কলির তপস্যা।

(৩৫)

ময়নাপুর।
১৪ই আশ্বিন ১৩২৮

শ্রীমান্,

* * * * মানুষকে যে মরিতে হয় ও হইবে, তোমার এ সকল চিন্তা আসিয়াছে ইহা খুব ভাল। ইহা হইতে সদা সদ্বিচারের শক্তি আসিবে। 'ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু, বাদ বাকি সব অবস্তু', এই জ্ঞান পাকা হইলে আর ভাবনা কি? ইহার জন্যই তপস্যা। এই জন্ম জন্ম তপস্যার ফল মায়ের অনুকণা কৃপাতে সদ্য সদ্য পাওয়া যায়। সেই মায়ের চরণ দর্শন ও স্পর্শ করিয়াছ, অপার তপস্যার কাজ হইয়া গিয়াছে; তাই আপনিই বিচারশক্তি আসিয়াছে। আমাদের মৃত্যু-যন্ত্রণা হবার উপায় নাই, কেন না সে সময়ে

সাক্ষাৎ ঠাকুরকে কি মাকে আস্‌তে হবে ও আস্‌বেন। যে ক'টা দিন এখানে সেই ক'টা দিনই কষ্ট। এখানে মায়ার রাজ্যে কষ্টের রেহাই কাহারও নাই।

এখন যাহা করিতেছ তাই করিয়া যাও। ত্যাগের দিকে যত অগ্রসর হইবে, ততই মঙ্গল। এখন মনে মনে ত্যাগ। সংসারীর ত্যাগের উপায় নাই; তবে 'আমি' 'আমার' তুলিয়া দিয়া অন্তরে 'তুমি' 'তোমার'কে স্থাপন করিতে হইবে।

(গান)

জগতে অনিত্য সব দুদিনের খেলা।
এবেলা ফুল প্রস্ফুটিত, বৃন্তচ্যুত ওবেলা॥
আজি যেথা উচ্চ গিরি, কাল হ্রদ ভরা বারি, তরঙ্গের তাহে লহরী,
আজি জমি মরুভূমি, ছিল শস্য শ্যামলা॥
আজ কুবেরের মত, অতুল ঐশ্বর্য্যযুত, ধনজন দাসদাসী কত,
কাল পথে বহির্গত, হাতেতে ভিক্ষার মালা॥
সময়ে যৌবন পূর্ণ, কিবা কান্তি কি লাবণ্য, নিকষিত কাঞ্চনের বর্ণ,
কাল দেহ জীর্ণ শীর্ণ, ভিন্ন বর্ণ ধবলা॥
নুতন নয় এই ব্যাপারখানা, নিত্যই হয় দেখাশুনা, তবু হয়না চেতনা,
অনিত্যে কেবল বাসনা একি যন্ত্রণা জ্বালা॥
শাস্ত্রমুখে শুনি কথা, শ্রীগুরু চৈতন্যদাতা, এখন তাঁরে পাই কোথা,
প্রভু রামকৃষ্ণ হেথা, সঙ্গে সর্ব্বমঙ্গলা॥

মনে মনে সর্ব্বদাই ভগবানের নাম লইবে। অলস ধরিলে বৈরাগ্য বিচার। নির্জ্জন বাস কাজের সুবিধা। কখন মনের মত ভক্ত-সঙ্গে বিচার। ঠাকুরের উৎসব মধ্যে মধ্যে খুব ভাল। * * * * *

(৩৬)

ময়নাপুর।

১৫ অগ্রহায়ণ ১৩২৮

নিবেদন বিশেষ,

দেহ অতি কাতর; লিখি শক্তি নাই। উত্তর সংক্ষেপে। শ্রীশ্রীঠাকুরের অভয়বাণী পাপী কি মহাপাপী, যদি তার ঈশ্বরে বিশ্বাস ভক্তি হয়, তাহোলে কিছু আসে যায় না। 'আর করিব না' বলিয়া যদি কাতর প্রাণে ভগবানকে জানায়, তাহোলে কৃতাপকর্ম্ম তিনি ক্ষমা করেন। তিনি ক্ষমা করিলেও সংস্কারের দোষে ভয় ভীতি একবারে যায় না।

মা আর বাপ একই জিনিস। তথাপি কাহারও কাহারও একটির উপর একটা বিশেষ টান থাকে। তাহাতে কিছু আসে যায় না। উভয়েই অভেদাত্মা। মায়ের মানব দেহ পরিত্যাগের পর তাঁহার উপর আমারও ঠাকুরের চেয়ে একটা বেশী টান আসিয়াছে। আমি এখন 'মা মা'ই সর্ব্বদা করিতেছি। আবদার প্রার্থনা সব মায়ের কাছে। মাকে মনে করিলেই ঠাকুরও সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। উভয়েই যেন এক দেহ! এক

দেহেই দুই রূপ দর্শন! চিন্তিত হবেন না, সময়ে সব পাইবেন ও হইবে। বহু পুণ্যে মায়ের দর্শন পাইয়াছেন। তপস্যার পারে গিয়াছেন। বিশ্বাস ভক্তি যত বৃদ্ধি হইবে ততই শান্তি পাইবেন। পা দু'টি ধরিয়া থাকুন। * * * * যাহাতে হয় তাহার উপায় মা করিয়া দিবেন। আপনি তাঁর উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হউন। নাম অভ্যাস করুন। অভ্যাসের খুব শক্তি!

আমার শেষ দিন খুব নিকট জানিয়াও সংসার চিন্তা আসে, সংস্কারের শক্তি এমনি! মায়া ছাড়ে না! মঙ্গল হবে কোনও চিন্তা নাই। কেমন থাকেন জানাবেন। দেহ মহা শত্রু!

(৩৭)

ময়নাপুর।

৩ ফাল্গুন ১৩২৮

শ্রীমান্,

* * * * * ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধির সংবাদে বড়ই আনন্দিত হইলাম। ঘরে ঘরে ঠাকুরের আসন বসিবে, সে দিনের আর বড় বিলম্ব নাই। * * *

কৃপাই আমাদের একমাত্র উপায়। ভয়ঙ্কর সংসার, পদে পদে বিপদ। জন্ম-জরা-মরণ, ইন্দ্রিয়তাড়না, পদে পদে মনের প্রতারণা এই সব লইয়া জীবন। কৃপা ব্যতীত কোন উপায় নাই। ভাগবৎ, ভক্ত, ভগবান এই তিনের সঙ্গে

সর্ব্বদা বাস করিবে। দারা পুত্র সোদর প্রভৃতি সব স্বার্থপর। তাদিগে মনে স্থান দিও না। দেহ দিয়া কর্ত্তব্য পালন মাত্র, আর মন খানি ভগবানে। * * * *

আমার দেহের কথা আর কি লিখিব? সংসারে মা দারুণ আগুন জেলে দিয়েছেন। * * * * বড়ই অশান্তিতে আছি। মায়ের ইচ্ছায় যখন, তখন এ কথা বলাই অকর্ত্তব্য। তাঁর ইচ্ছা বই কোনও কাজ হয় না। নিজের কর্ম্মফল ভুগিতেছি!

(৩৮)

ময়নাপুর।
৩ আষাঢ় ১৩২৯

নিবেদন বিশেষ,

* * * সংসারে অভাব অনটন যে কি বিপদ তা ভুক্তভোগীই জ্ঞাত। ভাই যাহাতে মুক্তি পাও তার চেষ্টা কর। উপায় চোখের জল। ঐ জল সংসার-কষ্টরূপ মেঘে বর্ষিয়া থাকে। মানুষ, গরীব কি ধনী সকলেরই ঐ এক সম্পত্তি, একবার হাসে ও একবার কাঁদে। এই হাসি কান্না লইয়াই মানুষের জীবন। হাসির অবস্থায় ভগবানকে মনে পড়ে না। কান্নার অবস্থায় আত্মহারা ও বিহ্বল না হইয়া ভগবানকে নির্জ্জনে গিয়া ডাকিও। কোনে, বনে ও মনে এই তিন স্থানকেই নির্জ্জন বলে। সংসারীর বনে

যাইবার যো নাই, কাজেই কোন ও মন। দেহে কাজ আর মনে মনে স্মরণ ও চীৎকার ডাক্। ভাই তুমি কি? আমি বিপদের সাগরে ভাসিতেছি। এত আঘাতেও যে দেহটা এখনও আছে, ইহা অতি আশ্চর্য্য। মুল শত্রু মন ও শরীর তার পর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, সহোদর ইত্যাদি। কথায় বেশী দরকার নাই, খালি ডেকে চল। নিজের অবস্থাতেই শিক্ষা। বচনের শিক্ষায় কোন কাজ হয় না। যাহাতে পুনর্জ্জন্ম না হয় তার জন্য ব্যাকুল হও। ভগবান তোমার সহায় আছেন। * * * তোমার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল আমি শ্রীশ্রীমার স্থানে প্রার্থনা করি। কষ্টকে যত আদর করিবে ততটা মঙ্গল হইবে। ঠাকুরের কথা রক্ষা করিবার শক্তি নাই। যেমন শক্তি দিয়াছেন তত্টুকু করি। আমি ত কিছুই পারি না। যতটুকু শরণাপন্ন থাকিতে শক্তি দিয়াছেন, ততটুকু শরণাগত।

তুমি ভীত হইও না। সৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী জগত-জননী যখন সহায় তখন কি চিন্তা? তবে যে বিপদ আপদ দেখিতেছ, ও গুলি মায়ের ভয় দেখান খেলা। মায়ের কৃপায় জয়ী হইবে। * * * যাহাতে ছেলেরা খেতে পরিতে পায়, তার খুব চেষ্টা করিবে। * * * * তোমার জয় হউক।

